দৈনিক
জনকণ্ঠ

76

তারিখ 19 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ কেন?

হোস্টেলের সিট বন্টনের নীতিমালা নেই দু'বছর কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি যে যেটি পেরেছে দখলে রেখেছে

মোয়াজ্জেম হোসেন

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নোটিস বোর্ডে এখন অ্যানাটমিক্যাল ডিসেকশন হলের একটি ছবি লাগানো আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডিসেকশন হলের ব্ল্যাকবোর্ডে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে একটি টেবিল ঘিরে কয়েকটি শূন্য চেয়ার। ছবির নিচে ইংরেজীতে যা লেখা তার বঙ্গানুবাদ অনে[illegible] এ রকম ঃ
"এই প্রশ্নবোধক চিহ্নের জায়গায় একটি অ্যানাট[illegible]্যাল ডায়াগ্রাম থাকার কথা ছিল। শূন্য চেয়ারগুলোতে [illegible]র কথা ছিল ভাবী ডাক্তারদের। কিন্তু লজ্জা, মে[illegible]

(১১-এর পাতায়[illegible]নী)

হোস্টেলের সিট

(প্রথম পাতার পর)

কলেজের কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের জন্যই আজ কলেজ বন্ধ। আমরা চাই না ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ আর কখনও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হোক।"

গত মাসের ১০ তারিখ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর যে ছাত্ররা এই কৌতূহলোদ্দীপক পোস্টারটি নোটিস বোর্ডে লাগিয়েছিল তাদের আশাবাদ সত্য হয়নি। কলেজ খোলার মাত্র ১০ দিনের মাথায় ক্যাম্পাস আবার গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে আবারও কলেজ বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। ক্লাস রুমে তালা পড়েছে। হোস্টেল ছাড়তে হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের সামনে নোটিস বোর্ডের সেই প্রশ্নটিই এখন বড় হয়ে ঝুলছে— কবে খুলবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ?

গত কয়েক বছর ধরে দেশের সবচেয়ে নামী মেডিক্যাল কলেজে যা ঘটছে তাতে ছাত্রছাত্রীরা হতাশাগ্রস্ত, অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন, কলেজ কর্তৃপক্ষ দিশাহারা। কলেজে সন্ত্রাসী ঘটনা ক্রমে বাড়ছে, ছাত্রাবাস বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণে, ক'দিন পরপরই বন্ধ ঘোষণা করতে হচ্ছে কলেজ।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সন্ত্রাসী তৎপরতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গত ১০ জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায় ছাত্রলীগ (শা-পা) এবং ছাত্রদলের মারামারিতে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় কলেজ। গত ৫ আগস্ট কলেজ খোলা হয়। ১০ দিন না যেতেই দুই দলে আবার সংঘর্ষ। আবারও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ এবং হল খালি করার নোটিস।

১০ জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছিল সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে খাবার বিতরণকে কেন্দ্র করে। ১৪ আগস্ট সংঘর্ষ হয়েছে সিটের দখল নিয়ে। ছাত্র সংঘর্ষের এসবই কি মূল কারণ? সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তা মনে করেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র জানান, মূল কারণ আরও গভীরে। প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি ছাত্র সংগঠনের নেতারাই কলেজে তাঁদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চান। আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়েই দু'দলের মধ্যে বার বার সংঘর্ষ হচ্ছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে কোন সিট সঙ্কট নেই। ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত সিট আছে। তারপরও সিটের দখল নিয়ে সংঘর্ষ হয় কেন? এক ছাত্র জানান, প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার তিন মাস পর কর্তৃপক্ষ হোস্টেলে সিট দেন। ছাত্র সংগঠনগুলো এর সুযোগ নেয়। মেডিক্যালে যারা পড়তে আসে মফস্বল থেকে, ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের টার্গেট করে। সিটের লোভ দেখিয়ে এভাবে কর্মী রিক্রুট করার নাম 'মুরগি ধরা'।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাসের সুপার আবদুল কাদের খান জানান, হোস্টেলে ৭০০ সিট আছে। সব ছাত্রকে বরাদ্দ দেয়ার পরও অনেক সিট খালি থাকে। তারপরও সিট নিয়ে মারামারি হচ্ছে এটা সত্য। কারণ হোস্টেলে সিট বন্টনের কোন নীতিমালা নেই। গত দু'বছর হোস্টেলে কোন সিট এলটমেন্ট দেয়া হয়নি। যে যেটি দখল করেছে, সেটিতে থেকেছে। এখন আমরা সিট বন্টনের নীতিমালা তৈরির চেষ্টা করছি। মেধার ভিত্তিতে সিট দেয়া হবে। প্রথম বর্ষে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিট বরাদ্দ করে দেয়া হবে।

জানা গেছে, হোস্টেলের ওপর প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বহিরাগতরা হোস্টেলে থাকে। রাতে হোস্টেলের ডাইনিং রুম পরিণত হয় বিশেষ ধরনের লোকদের আস্তানায়।

কবে খুলবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ? এ প্রশ্নের উত্তর কলেজের অধ্যক্ষ এবিএম আহসান উল্লাহরও অজানা। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের কাছে এখন কলেজ জিম্মি, প্রশাসন জিম্মি। কলেজের তালা খুলতে গেলে ছাত্রনেতাদের অনুমতি নিতে হয়। পুলিশ সহযোগিতা করে না। এভাবে কলেজ চালানো সম্ভব নয়। অধ্যক্ষ আহসান উল্লাহ বলেন, ছাত্র সংগঠন, অভিভাবক, প্রশাসন সবাই মিলে আমাদের ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে-কলেজ আমরা আসলে খোলা রাখতে চাই কি না? খেদের সঙ্গে তিনি আরও বলেন, কেউ মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হতে চায় না। অথচ এত সম্মানিত একটা পদ। আমি জানি না কেন আমাকে প্রিন্সিপ্যাল করা হলো।

কলেজ বন্ধের সব দোষ বিবদমান দুই ছাত্র সংগঠন পরস্পরের ওপর চাপিয়েছে। ছাত্রলীগ (শা-পা) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখার সভাপতি মুশিকুর রহমান বিটু বলেন, ১৪ আগস্ট রাতের সংঘর্ষ হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তারা সংঘর্ষ করে কলেজ বন্ধ করেছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা এবং কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি তৌহিদুল ইসলাম জনের পাল্টা অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। ছাত্রলীগ জানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে তারা জিততে পারবে না। তাই তারা গায়ে-পড়ে সন্ত্রাস করছে।

ছাত্রলীগ (শা-পা) অবিলম্বে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ খোলার দাবি জানাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দাবি হচ্ছে তাদের সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নিতে হবে, আহত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে। এসব দাবি না মেনে কলেজ খুললে ক্যাম্পাসে আবারও সন্ত্রাস হতে পারে বলে ছাত্রদল নেতা আশরাফুল আলম নিপু আশঙ্কা প্রকাশ করেন।